W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 230 /WBHRC/~~COM/2016~~-17 SMC

Dated: 28. 11. 2016

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eai Samay,' a Bengali daily dated 28.11.2016, the news item is captioned **'কন্যাশ্রীর টাকা পেতে নাজেহাল তিন কন্যা'**

The Secretary, Department of Women and Social Welfare, West Bengal is directed to file a report by 10th January. 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

কন্যাশ্রীর টাকা পেতে নাজেহাল তিন কন্যা

৫ হাজার টাকা দিয়ে খুলতে হয়েছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ● সুদে টাকা ধার করেও মিলছে না সুরাহা

দেবাশিস দাস

কখনও স্কুল, কখনও কলেজ, কখনও আবার ব্যাঙ্ক। কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পেতে এই তিন তরফের অসহযোগিতায় বহু জায়গাতেই এখন নাজেহাল অবস্থা ছাত্রীদের। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এমন তিন কন্যার হদিস মিলেছে, যারা এখন বেজায় চিন্তিত 'কন্যাশ্রী'র ভবিষ্যৎ নিয়েই। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পকে পুরস্কৃত করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। রাজ্যের অহঙ্কার হিসেবে এই প্রকল্পকে গত শারদোৎসবে থিমও করেছিল বেশ কিছু পুজো কমিটি। এই রকম একটি উজ্জ্বল প্রকল্পের দুর্বলতা নিয়ে সরকারি তরফে কোনও উত্তর মেলেনি।

তিন কন্যার এক কন্যা দক্ষিণ কলকাতার নিউ বিজমগড়ের সাগরিকা সাহা। ঢাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্লস স্কুল থেকে পাশ করে যাদবপুরের পাল বাজারের আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তনে ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। তার দাবি, কন্যাশ্রীর 'কে-টু' ফর্ম পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করে। টাকা পাওয়ার জন্য ঢাকুরিয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্টও খুলতে হয়। সে জানায়, ব্যাঙ্ক থেকেই তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে বলা হয়েছিল। সাগরিকা বলে, 'মা সুদে ওই টাকা ধার করে আনার পর তবে আমি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি। পরে অবশ্য ওখান থেকে আমি দু'হাজার টাকা তুলে নিই। তবে ওই টাকা তোলার আগেই ব্যাঙ্ক কয়েক বার চার্জ বাবদ টাকা কেটেছে।'

ঢাকুরিয়ার ওই ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করা হলে এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা সমস্ত কাজ সার্কুলার মেনে করি। কন্যাশ্রীর জন্য আলাদা করে অ্যাকাউন্ট খোলার কোনও সার্কুলার আমাদের কাছে নেই।' সাগরিকার দাবি, গত ফেব্রুয়ারি মাসে সে কে-টু ফর্ম জমা দিয়েছে। দশ মাস হয়ে গেলেও তার অ্যাকাউন্টে

সাগরিকা সাহা, পায়েল দাস ও ঝুমুর দে — এই সময়

টাকা ঢোকেনি। টাকা কবে আসবে, সেই উত্তর জানতে সাগরিকা বেশ কয়েক বার সল্টলেকে কন্যাশ্রীর কার্যালয়, টালিগঞ্জ চত্তীতলার অফিস এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গিয়েছে। তার দাবি, কোনও অফিসের কোনও কর্তাই জানাতে পারেননি টাকা কবে আসবে।

সাগরিকার বাড়ির কাছেই থাকেন পায়েল দাস। গড়িয়াহাটের একটি গার্লস কলেজে পড়েন। পায়েলের দাবি, স্কুলের কারণে তার হয়তো আর কন্যাশ্রীর টাকাই পাওয়া হবে না। তাঁর কথায়, 'বাবা যতীনের যাদবপুর সম্মিলিত বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে শ্রিল আনোয়ার শাহ রোডের টালিগঞ্জ গার্লস স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। কন্যাশ্রী নিয়ে নতুন স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা বলেন আইডি নম্বর ভুল আছে। আবার আগের স্কুলে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, আইডি নম্বর ঠিকই আছে, টালিগঞ্জ গার্লস স্কুলে সব ট্রান্সফার করা হয়েছে। কিন্তু টালিগঞ্জ গার্লস স্কুলের কম্পিউটারে আর পোর্টাল খোলেনি। কলেজ থেকে নতুন করে কন্যাশ্রীর কোনও ব্যবস্থাও করতে পারিনি।' টালিগঞ্জ গার্লস স্কুলে কন্যাশ্রী-র দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বিপ্লব বসু বলেন, 'পায়েলের কাগজপত্র সব ঠিক ছিল, কিন্তু পোর্টালে কেন খুলল না, তা আমি জানি না। ও তো সল্টলেকে কন্যাশ্রীর অফিসেও গিয়েছিল। ট্রান্সফারের সময় কোনও সমস্যা হয়েছিল বলে মনে হয়।'

টালিগঞ্জেরই নৃপেন্দ্রনাথ গার্লস হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে নেতাজি নগর ডে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন আজাদগড়ের ঝুমুর দে। এখন ওই কলেজের কমার্স অনার্সের পড়ুয়া। তাঁর দাবি, 'কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে স্কুল কন্যাশ্রীর ভুল আইডি নম্বর দিয়েছিল। এর পরে স্কুল থেকে আইডি নম্বর সংশোধন করে আনি। কলেজে ঠিক আইডি নম্বর দেওয়ার পরেও কে-টু ফর্ম পাওয়ার জন্য বছর খানেক আমাকে ঘুরতে হয়েছে।' নেতাজিনগর কলেজের অধ্যক্ষা সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় যশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি জরুরি কাজে হাসপাতালে আছি। এই বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না।'

কন্যাশ্রী নিয়ে তিন কন্যার এই হেনস্থার কাহিনি শুনে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক প্রাক্তন আধিকারিক বলেন, 'মাত্র তো তিন কন্যা। এ তো সাগরে নুড়ি। ঠিক মতো খোঁজ করলে এ রকম অনেক কন্যারই হদিস মিলবে।'